গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohpw.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০১৫.১৬-৫৬২

তারিখ : ১২ শ্রাবণ ১৪২৯ / ২৭ জুলাই ২০২২

বিষয়ঃ ব্যয় সংকোচন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ব্যয় সংকোচন বিষয়ে গত ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার কার্যবিবরণী নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

(অভিজিৎ রায়)
উপসচিব
দুরালাপনী-৯৫১২২৩১

বিতরণ (কার্যার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন অনুবিভাগ)/ (প্রশাসন অনুবিভাগ-২)/ (মনিটরিং অনুবিভাগ)/ (অডিট অনুবিভাগ)/ (উন্নয়ন অনুবিভাগ-১)/ (উন্নয়ন অনুবিভাগ-২)/ (আইন উপদেষ্টা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ও চেয়ারম্যান, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭. পরিচালক, সরকারি আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৯. যুগ্মসচিব, (প্রশাসন)/ (উন্নয়ন অধিশাখা-৯), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, এইচবিআরআই, ১২০/৩ দারুস সালাম, মিরপুর রোড, ঢাকা।
১১. সচিবের একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. উপসচিব, ১/২/৩/৪/৫/৭/৮/১১/১৩/১৪/১৫/১৭/(পরিকল্পনা)/আইন কর্মকর্তা-১/২, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৫. রেজিস্ট্রার, ১ম/২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সিনিয়র সহকারী সচিব, ৬/১০/১২/১৬, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব, (পরিকল্পনা-১/২/৩), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohpw.gov.bd

বিষয়	:	ব্যয় সংকোচন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি	:	জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
তারিখ ও সময়	:	২৫ জুলাই ২০২২; বিকাল ০৩.০০ টা।
স্থান	:	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (ভবন নম্বর: ০৫, কক্ষ নম্বর: ২০৪)।
উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে গত ২০ জুলাই ২০২২ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এঁর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানী সংকটের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন যার সূচনা হয় করোনাকালীন সময়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফলভাবে করোনা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সে অনুসারে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়নের বিষয়ে সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় বিদ্যুৎ, জ্বালানী সাশ্রয়সহ মন্ত্রণালয়সমূহে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের ব্যয় হ্রাসের বিষয়ে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে জারিকৃত নির্দেশনাগুলো প্রতিপালনে সংস্থাসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

০১. মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়সমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে প্রদত্ত বরাদ্দের ২৫% এবং জ্বালানি খাতে বরাদ্দের ২০% ব্যয় হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সকল কক্ষের বৈদ্যুতিক বাতি/ বৈদ্যুতিক পাখা/ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কর্মচারীর অনুপস্থিতকালে কোনোভাবেই চালু রাখা যাবে না। যেকোন ক্ষেত্রে কক্ষ ত্যাগের পূর্বে নিজ দায়িত্বে বৈদ্যুতিক বাতি/ বৈদ্যুতিক পাখা/ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বন্ধ করা নিশ্চিত করতে হবে। আগস্ট/২০২২ মাস হতে প্রতি মাসের তুলনামূলক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যয় হ্রাসের একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। দপ্তর/সংস্থা এবং তার আঞ্চলিক অফিসসমূহ ও সরকারি বিভিন্ন স্থাপনা পরিচালনাকারীদের এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

০২. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর ২১ জুলাই ২০২২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-১৬ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০৩. বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবহার পরিহার করতে হবে; শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হলে তা ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

০৪. অনিবার্য না হল শারীরিক উপস্থিতিতে সভা পরিহার করতে হবে এবং অধিকাংশ সভা অনলাইন (ভার্চুয়ালি) প্লাটফর্মে আয়োজন করতে হবে।

০৫. মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিদেশ ভ্রমণ সীমিতকরণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০৬. মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়সমূহ বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা পুনঃপর্যালোচনা করে রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

০৭. সকল জেলা, উপজেলায় ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

০৮. নিরাপত্তাজনিত ক্ষেত্র ব্যতীত দপ্তর প্রাঙ্গণ (বারান্দা, বাগান, উন্মুক্ত পরিসর)-এ বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার সীমিত রাখতে হবে। দিনের বেলায় এরূপ উন্মুক্ত স্থানসমূহে অপ্রয়োজনে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার যেন না হয় সে বিষয়টি মনিটর করতে হবে।

০৯. পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিমিত হতে হবে। সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।

১০. এছাড়াও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে সরকারের জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুপুঙ্খ পরিপালন করতে হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/০৭/২২

(মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার)
সচিব